গাড়ি চুরির গোপন নেটওয়ার্ক

রিপোর্ট : **খোন্দকার তাজউদ্দিন**

ঢাকায় ছিঁচকে চোর থেকে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য হিসেবে পরিচিত তেজগাঁও থানার রেল কলোনি ও বস্তিকে ঘিরে রয়েছে একটি বড় অপরাধীচক্র। এই চক্র দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা ও চোরাচালানের পাশাপাশি সক্রিয় রয়েছে গাড়ি চুরির নেটওয়ার্ক...

'পুলিশের স্বল্প বেতনের চাকরি। সংসার যেন আর চলে না। এরই মধ্যে টানাটানির সংসারে এক নতুন অতিথির জন্ম হল। দাম্পত্য জীবনও ক্রমশ বিষিয়ে উঠছিল। এক সহকর্মীর পরামর্শে এক সময় চাঁদা আদায়ের বাড়তি আয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ি। পুলিশের চাকরি করায় ঝুঁকিটাও কম ছিল। ফলে সংসারও বেশ ভালো মতোই চলছিল। তখন আর পারিবারিক অশান্তিও ছিল না। কিন্তু বিধি বাম! একদিন গাড়ি ছিনতাইয়ে সহযোগিতা করতে গিয়ে পুলিশের হাতেই ধরা পড়ে যাই। আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় চাকরিটা চলে যায়। এই অবস্থায় আর কোনো কাজ না খুঁজে গাড়ি চোর চক্রের সঙ্গেই জড়িয়ে পড়ি। সেজন্য রাজধানীর বিভিন্ন গ্যারেজে প্রশিক্ষণ নিয়ে দ্রুত গাড়ির যন্ত্রপাতি খুলে ফেলার কাজও শিখে নেই। এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, আলোর জগতে ফিরে আসি। কিন্তু অন্ধকার জগতে একবার পা বাড়ালে ফিরে আসা কঠিন।'

রাজধানীর অন্যতম গাড়ি চোর মোঃ মনিরুল হক সম্প্রতি পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর পল্লবী থানায় সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিনিধিকে একদমেই কথাগুলো বললেন। রাজধানীর পল্লবী থেকে গাড়ি চুরির অপরাধে সম্প্রতি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন তিনি। পুলিশের এই সাবেক কনস্টেবলের স্বীকারোক্তিতেই জানা গেল ঢাকায় গাড়ি ও গাড়ির পার্টস চুরির একটি খন্ডিত চিত্র।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বর্তমানে গাড়ির চোরদের অন্তত ৮০টি চক্র নিয়মিত মোটরসাইকেল থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের গাড়ি চুরি করছে। গোটা রাজধানীজুড়ে এসব চক্র সক্রিয় রয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনীর সহায়তায় এসব চক্র নির্বিঘ্নে গাড়ি চুরি করে যাচ্ছে বলে অনেক অভিযোগ আছে। তারা মুহূর্তেই পার্কিং করা গাড়ির লুকিং গ্লাস, হেডলাইট ও পেছনের লাইট খুলে নিয়ে চম্পট দেয়। গাড়ির মালিক বা চালক কিছু বুঝে ওঠার আগেই গাড়ি চোররা দিব্যি সটকে পড়ে। এরপর তারা পুরানো ঢাকার ধোলাইখালের মোটরপার্টসের দোকানগুলোতে বা কোনো রি-রোলিং মিলে চোরাই পার্টস বিক্রি করে। আর গাড়ি চুরির পর দ্রুত রঙ বদল করে ওই গাড়ি বিক্রি করা হয় রাজধানীর বিভিন্ন অটো মোবাইল ও সার্ভিসিং সেন্টারে। এভাবেই চোরাই গাড়ি ও পার্টসের কেনা-বেচাকে ঘিরে ঢাকায় গড়ে উঠেছে একটি শক্তিশালী গাড়ি চোর নেটওয়ার্ক। একাধিক চক্র গাড়ি চুরির কাজে স্মার্ট ও সুন্দরী মেয়েদের টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে বলেও জানা যায়।

এক সময় রাজধানীতে চোরা হেলাল ও চোরা খালেক নামে দু'জন গাড়ি চোর নেটওয়ার্কের পুরোভাগে থাকলেও ইতিমধ্যে অনেক নতুন নতুন চোরের আবির্ভাব ঘটেছে। ঢাকার পার্শ্ববর্তী টঙ্গীর সোহরাব, রতন ও মানিক উত্তরা এবং বিমানবন্দর এলাকায় গাড়ি চোরদের সিন্ডিকেট পরিচালনা করতো। বর্তমানে সেখানেও সক্রিয় রয়েছে বহু গাড়ি চোর। এছাড়া ঢাকার আরো কয়েকটি এলাকায় গাড়ি চোরদের সংঘবদ্ধ চক্র তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, গাড়ির চোরদের অধিকাংশই মাদক ব্যবসায় জড়িত এবং নিজেরাও মাদকসেবী। মাদকের জগত থেকেই তারা এক পর্যায়ে গাড়ি চুরির অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। যেখান থেকে তাদের আর ফেরা হয়নি, ফেরা হয় না!

উত্তরা : উত্তরা আবাসিক এলাকা ও বিমানবন্দর আশ-পাশ ঘিরে একটি শক্তিশালী চক্র সক্রিয় রয়েছে। এই নেটওয়ার্কের দুর্ধর্ষ চোর হচ্ছে সোহরাব এবং রতন। তাদের সহযোগী হিসেবে কাজ করছে মোস্তাক, বেঁটে শামিম, ডাইল মফিজ, সবুজ ও আলাউদ্দিনসহ কয়েকজন।

এছাড়া মঞ্জু ও জসিম নামে আরো দু'জন এই এলাকায় গাড়ি চুরির পাশাপাশি সংঘবদ্ধ ডাকাতিতেও জড়িত রয়েছে বলে জানা যায়। স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ, 'থানা পুলিশের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক' থাকায় এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না এবং এরা নেটওয়ার্ক চালিয়ে যাচ্ছে।

উত্তরা ৬ নং সেক্টরের ৪ নং রোডের ভুক্তভোগী কাজী মিনার সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, 'আমার গাড়ির হেড লাইট এবং লুকিং গ্লাস চুরি করতে গিয়ে মনির হোসেন নামে এক চোর ধরা পড়ে। তাকে হেরোইনসেবী মনে করে আমি ছেড়ে দেই। কিন্তু পরে শুনেছি সে গাড়ি চোর নেটওয়ার্কের সদস্য।' উত্তরার শীর্ষ সন্ত্রাসী ডিব্বা রফিক ও শিহাব এ নেটওয়ার্কের

‘জন্মই আমার আজন্ম পাপ’

রত্না ওরফে মুক্তি

গাড়ি চুরির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সম্প্রতি রত্না ওরফে মুক্তি নামের একজন মহিলা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তার সঙ্গে রমনা থানায় কথা হয় সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিনিধির। সেই কথোপকোথন পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হয়...

সাপ্তাহিক ২০০০ : গাড়ি চুরি দলের নেটওয়ার্কে কীভাবে জড়িয়ে পড়লেন?

রত্না : আমি গাড়ি চোর নই। পরিস্থিতির শিকার। স্বামীর অপরাধের শিকার হয়ে পুলিশের কাছে ধরা পড়েছি।

২০০০ : স্বামী আকতার গাড়ি চোর দলের সর্দার জেনেও আপনি কেন তাকে বিয়ে করেছিলেন?

রত্না : বিয়ের আগে আমি জানতাম না আমার স্বামী গাড়ি চোর দলের সর্দার। আমি জানতাম সে গার্মেন্টসের ঝুট ব্যবসা করে।

২০০০ : আপনার আগের স্বামীও রাজধানীর শীর্ষ সন্ত্রাসী। তখন তাকে বিয়ে করলেন কেন?

রত্না : প্রেম করে ডাকাত শহীদকে বিয়ে করেছিলাম সত্য, তবে আমি কোনো অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। যখন জেনেছি সে শীর্ষ সন্ত্রাসী, তখন আর তার ঘর করিনি। শুনেছি সে মারা গেছে।

২০০০ : প্রথম স্বামী শীর্ষ সন্ত্রাসী, দ্বিতীয় স্বামী গাড়ি চোর দলের সর্দার। আপনি কি জেনে-শুনে অপরাধীদের সঙ্গে ঘর বেঁধেছিলেন?

রত্না : আপনি যা ইচ্ছা তাই বলতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ভাগ্যকে দোষারোপ করা ছাড়া আমার উপায় কী! বলতে পারেন ‘জন্মই আমার আজন্ম পাপ’।

২০০০ : আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, আপনাকে সুন্দরী নারী হিসেবে ব্যবহার করে গাড়ি ছিনতাই করা হত?

রত্না : রূপ-যৌবনই আমার কাল। যাকে বিশ্বাস করেছি সে-ই

রত্না ওরফে মুক্তি

ঠকিয়েছে। তবে আমি বলতে পারি আমাকে টোপ বানিয়ে কোনো গাড়ি চুরি করা হয় নাই। পুলিশের খাতায় আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।

২০০০ : কিন্তু পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে আপনাকে ধরার চেষ্টা করছে?

রত্না : সেটা পুলিশের ব্যাপার। আমি কখনই গাড়ি চুরি দলের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না।

২০০০ : গাড়ি চোরদের সিন্ডিকেটের অন্যান্য সুন্দরী নারী সদস্যের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন?

রত্না : আমি গাড়ি চোর দলের কোনো সুন্দরী নারীকে চিনি না। তাদের কারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।

২০০০ : আপনার স্বামীর সঙ্গে কয়টি অপারেশনে যোগ দিয়েছেন?

রত্না : আপনি কেন আমাকে অপরাধী বানাতে চাচ্ছেন! আমি কোনো অপারেশনে অংশগ্রহণ করিনি।

২০০০ : গাড়ি চোররা কিভাবে গাড়ি চুরি করে?

রত্না : আমি জানি না। এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে আমি জড়িত নই।

২০০০ : গাড়ি চুরি করার পর কীভাবে বিক্রি করা হয়? কারা এই গাড়ি কিনে থাকে?

রত্না : এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

২০০০ : তাহলে কি আপনি বলতে চাচ্ছেন, কোনো অপরাধ না করার পরেও পুলিশ আপনাকে গ্রেপ্তার করেছে?

রত্না : আগেও বলেছি, আমি কোনো অপরাধ করিনি। আমি গাড়ি চোর নই।

নেপথ্যে রয়েছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ।

তেজগাঁও : ঢাকায় ছিঁচকে চোর থেকে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য হিসেবে পরিচিত তেজগাঁও থানার রেল কলোনি ও বস্তিকে ঘিরে রয়েছে একটি বড় অপরাধীচক্র। এই চক্র দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা ও চোরাচালানের পাশাপাশি সক্রিয় রয়েছে গাড়ি চুরির নেটওয়ার্ক। এখানকার গাড়ি চোর নেটওয়ার্কের সদস্য হিসেবে বিভিন্ন সময়ে যাদের নাম শোনা যায় তাদের মধ্যে রয়েছে রিপন, মিজান, ল্যাংড়া কাজল, সাদ্দাম, পাপ্পু- এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। রাজধানীর শীর্ষ সন্ত্রাসী আশিক এই চক্রকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে তেজগাঁও থানা পুলিশ ও র‍্যাবের টহলদারি জোরদার হওয়ায় এ গ্রুপ অনেকটা গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। কিন্তু সামান্য সুযোগ পেলেও তারা অপরাধ করে যাচ্ছে।

ধামমন্ডি ও মোহাম্মদপুর : রাজধানীর কুখ্যাত সন্ত্রাসীরা গা ঢাকা দেওয়ায় কিংবা বিদেশে পলাতক থাকায় ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুরকে ঘিরে তৈরি হয়েছে উঠতি সন্ত্রাসীদের নেটওয়ার্ক। এদের সহায়তায় গড়ে উঠেছে গাড়ি ছিনতাই ও গাড়ি চুরির নেটওয়ার্ক। বিহারি ক্যাম্প, বাঁশবাড়ী বস্তি, বেড়িবাঁধ ও লিংক রোড, শ্যামলী ও আদাবর এলাকাতে এদের গাড়ি ছিনতাই ও চুরির জমজমাট ব্যবসা চলছে। এ নেটওয়ার্ক পরিচালনা করছে লোকমান, ফরিদ, জুয়েল, বাস ডাকাত খালেক ও জিন্নাহ। মোহাম্মদপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসী যোশেফ (বর্তমানে কারাগারে) এই নেটওয়ার্কের নেপথ্যে রয়েছে বলে অভিযোগ আছে ।

গাড়ী চুড়ির এই নেটওয়ার্ক এখন সক্রিয়

সূত্রাপুর : পুরান ঢাকায় নব্বইয়ের দশক থেকে গাড়ি চোর নেটওয়ার্কের সদস্যরা সক্রিয় হয়ে উঠে। এখানকার শীর্ষ সন্ত্রাসীদের কেউই এখন এলাকায় নেই। তারপরও চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী, খুন চলছে অহরহ। পুরান ঢাকার গাড়ি চোর নেটওয়ার্কের গডফাদার হচ্ছে খুনি কাজল ওরফে চাঁদাবাজ কাজল। তার সঙ্গে সক্রিয় রয়েছে রিপন, লিটন, আবুল, মানিক প্রমুখ। এদের সবাই মাদক ব্যবসার সঙ্গেও জড়িত।

মিরপুর-পল্লবী-কাফরুল : অনেক দিন থেকেই এ এলাকায় শীর্ষ সন্ত্রাসীদের বিচরণ। সেই সঙ্গে নতুনভাবে শুরু হয়েছে গাড়ি চোরদের তৎপরতা। এলাকায় একসময় যারা মাদক ব্যবসা করত তাদেরই একটি অংশ বিভিন্ন গাড়ির গ্যারেজে কাজ করা কয়েকজনকে নিয়ে গড়ে তুলেছে এ নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্কে সক্রিয় রয়েছে রনি, কাশেম, মুকুল, বাবু, জিতু, খসরু, রেজা, মানিক ও রতন।

এছাড়া কাজীপাড়া ও মনিপুরীপাড়ায় ডাকাত ধনু গ্রুপের

সদস্যরা ডাকাতির পাশাপাশি গাড়িও চুরি করছে। এ গ্রুপের সদস্যরা হলো আমিন, ইকবাল, খোকন, বক্কর, হিমু, শরিফ, তাফু ও মজনু। পল্লবী এলাকায় গাড়ি চুরি ও ডাকাতির কাজে লিপ্ত রয়েছে হিরু মোল্লার গ্রুপ ও খালেদ মোমেন গ্রুপ।

কাফরুলে ডাকাতি ও গাড়ি চুরির গডফাদার হিসেবে চিহ্নিত ডাকাত সর্দার নাইজ্যা ওরফে ডাকাত নাইজ্যা। গাড়ি চুরির কাজে তার সহযোগী সন্ত্রাসীদের মধ্যে রয়েছে- আজাদ, হৃদয়, মোহন, বিপুল ও দুলাল।

ক্যান্টনমেন্ট থানা : ক্যান্টনমেন্ট থানায় সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও ডাকাতির ঘটনার মূলহোতা হচ্ছে দুলাল ওরফে রানা। সম্প্রতি তার বাহিনীর হেলালউদ্দিন গাড়ি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে।

মহাখালী-মগবাজার : মহাখালী ও মগবাজার রাজধানীর অন্যতম একটি ক্রাইম জোন হিসেবে চিহ্নিত। বহু শীর্ষ সন্ত্রাসীর পতনের পর এই দুটি এলাকায় সন্ত্রাসের নেতৃত্ব দিচ্ছে গাড়ি চোর খালেক এবং টোকাই খালেক। এদের পৃষ্ঠপোষকতায় বেঁটে শামীম, ন্যাটা মাসুদ, ফকরুল, জিয়া ও ডন গড়ে তুলেছে গাড়ি চোরদের নেটওয়ার্ক। তেজগাঁও থানায় আক্রমণের জন্য অভিযুক্ত সন্ত্রাসী কানা সুমনের গ্রুপও বর্তমান গাড়ি চুরি ও চোরাই গাড়ির ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছে বলে জানা যায়।

এদিকে আন্তজেলা বাস ডাকাতদের সর্দার দেলোয়ার নিজেই এখন গাড়ি চুরির নেটওয়ার্কে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তার সঙ্গে রয়েছে মুরাদপুরের জুয়েল ও রুবেল। এছাড়া মিরপুরের চিহ্নিত সন্ত্রাসী রনি, চেয়ারম্যান খালেক, কানা রশিদ, সর্দার খোকন, কলা মজিবরের বিরুদ্ধে গাড়ি চুরির অভিযোগ আছে। বাড্ডার আনিসুর রহমান আলমগীর আব্দুর রহমান গাড়ি চুরির সঙ্গে জড়িত। এদের নানাভাবে সহযোগিতা করে রোমান নামের আরেক সন্ত্রাসী। সম্প্রতি রোমানের গাড়ি (ঢাকা মেট্রো খ-১১-৫০৮০) নিয়ে চুরি-ছিনতাইকালে সেটি উত্তরা থানা পুলিশের হাতে আটক হয়। তবে এ ব্যাপারে উত্তরা থানার ডিউটি অফিসার কিছু জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

সাভার : ঢাকার বাইরে সাভারের বাবুল, ইকবাল হোসেন লিটন, জাহাঙ্গীর হোসেন, সাইদুর, জাহিদুর, কবীর ও শান্ত দীর্ঘ দিন ধরে গাড়ি চুরি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বলে জানা যায়।

কেরাণীগঞ্জ : কেরানীগঞ্জের শামসু, মোর্শেদ মতি, আব্দুল বাতেন, মোঃ হাবিব, হেরোইন সম্রাট সাজ্জাদের পুত্র মোস্তাক, গাঁজাসম্রাট কালা কামাল, সেন্টু, সাইদুল, মনু, সোনা মিয়া মাদক ব্যবসার পাশাপাশি গাড়ি চুরিও করছে বলে স্থানীয় এলাকাবাসী জানান। তবে এ ব্যাপারে কেরানীগঞ্জ থানার ওসি মোস্তাফিজুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এদের বিরুদ্ধে মাদক ব্যবসা অভিযোগ থাকলেও গাড়ি চুরির কোনো অভিযোগ নেই।

সুমন

ইয়ার হোসেন

নূর মোহাম্মদ

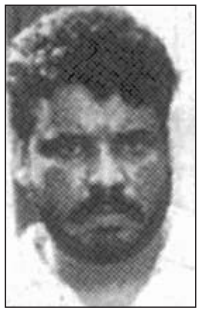
লিটন শিকদার

মোহাম্মদ লিটন

পুলিশ থেকে গাড়ি চোর : এই প্রতিবেদনের শুরুতে চাকরিচ্যুত যে পুলিশ কনস্টেবল মনিরুল হক ওরফে হাজি সায়েদের কথা বলা হয়েছে সে তার স্ত্রী ও বিশ্বস্ত লোকজন নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। এ চক্র গাড়ি চুরি করতে গিয়ে ছয়টি হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে বলে জানা যায়। গত ৭ আগস্ট এসি ডিবি খন্দকার আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পল্লবীর বর্ধিত এলাকা থেকে চাকরিচ্যুত পুলিশ কনস্টেবল মনিরুল হক ও তার স্ত্রী বিলকিস বেগমকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় চোরাই প্রাইভেট কার (ঢাকা মেট্রো-গ-২১-৩৩৪০)। মনিরুলের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী উত্তরা ১১ নং সেক্টরের খাজা গরীবে নেওয়াজ এভিনিউর ১৯ নম্বর প্লটের সাত্তার অটোমোবাইল থেকে রেজিস্ট্রেশনবিহীন চোরাই ল্যান্ডক্রুজার গাড়ি উদ্ধার এবং আব্দুস সাত্তার ওরফে ছোট সাত্তার ও মামুদকে গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়া তেজগাঁও-শিল্প এলাকা থেকে গাড়ি চোর জসিম (ঢাকা- মেট্রো ন-১৪-০৩২৫) পিকআপসহ ধরা পড়ে। সম্প্রতি গোয়েন্দা পুলিশের তৎপরতায় আরো ছয়টি চোরাই গাড়ি উদ্ধার হয়েছে।

যারা কেনে চোরাই গাড়ি : গাড়ি চুরির পার্টস কেনার তালিকায় অরিয়েন্ট রি-রোলিং মিল নানাভাবে অভিযুক্ত বলে জানা যায়। এছাড়া গিয়াস রি-রোলিং মিল, সায়েদাবাদ অটোমোবাইল সেন্টার, সাত্তার অটোমোবাইল, জিন্নাহ অটোমোবাইলও এ ব্যবসায় জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে।

অরিয়েন্ট রি-রোলিং মিলের কর্মকর্তা ফরিদ উদ্দিন সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ রয়েছে তা সত্য নয়। দুর্নীতিবাজ শ্রমিকদের আমরা চিহ্নিত করে বের করে দিয়েছি।

সুন্দরী মেয়েরা এখন হাতিয়ার : জানা গেছে, রাজধানীতে সম্প্রতিক সময়ে সুন্দরী স্মার্ট তরুণীদের গাড়ি চুরি ও ছিনতাই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। ধানমন্ডি, বারিধারা, গুলশান ও উত্তরা এলাকায় এসব চক্র সক্রিয় রয়েছে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে বিউটি, রীতা, মনি, তানিয়া ও শোভা নামের কয়েকটি সুন্দরী মেয়ের এ ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ার তথ্য পাওয়া গেছে। এসব মেয়েরা পোশাক-পরিচ্ছদে অনেকটা পরিপাটি হওয়ায় অনেক সময় গাড়িচালক এবং এমনকি গাড়ির মালিকরাও স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। তারা এ ধরনের মেয়েদের সমাজের উঁচুস্তরের কলগার্ল ভেবেই ভুল করেন। গাড়ির চালক বা মালিককে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এসব মেয়ে গাড়িতে উঠতে পারলেই তা মোবাইলে ফোনে সহযোগীদের জানিয়ে দেয়। এরপর কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে ওঁৎ পেতে থাকা সন্ত্রাসীরা চালক বা মালিককে থেকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়।

পুলিশের অ্যাকশন : রমনা থানা পুলিশ গাড়ী চুরির অভিযোগে রাজধানী ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে সুমন, ইয়ার হোসেন, নূর মোহাম্মদ, লিটন শিকদার ও মোহাম্মদ লিটনকে। গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান মোঃ শহীদুল ইসলাম সাপ্তাহিক ২০০০-কে জানান, গত এপ্রিল মাস থেকে অভিযান চালিয়ে গাড়ি ছিনতাই ও চুরির সঙ্গে জড়িত প্রায় ৮০টি চক্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৩৩টি চক্রের নাম-ঠিকানা ও ছবি সংগ্রহ করে ডাটাবেজ তৈরি করা হচ্ছে। তিনি বলেন, রাজধানীতে গাড়ি ছিনতাই চক্রগুলো সুন্দরী ও স্মার্ট তরুণীদের টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এদের বিরুদ্ধেও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

শেষ কথা, রাজধানীতে প্রায় প্রতিদিন গাড়ি ছিনতাই এবং গাড়ি চুরির ঘটনা ঘটছে। পুলিশ যতটুকু চেষ্টা করছে তাতে আশ্বস্ত হবার কিছু নেই। কারণ, গাড়ি বা গাড়ির পার্টস চুরি কমছে না। এই অবস্থায় একটাই প্রশ্ন, কবে এদের ধরা হবে? অপরাধ করছে জেনেও পুলিশ কেন মামলা করছে না, আইনের আওতায় আনছে না- এ নিয়েও রয়েছে জিজ্ঞাসা? কিন্তু কবে, কখন এসব প্রশ্নের জবাব মিলবে সেটিও আরেক প্রশ্ন!